সংবাদ

তারিখ 28 DEC 2016
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ২

মুন্সীগঞ্জ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

শিক্ষকদের অনৈতিকতা তদন্তে কমিটি গঠন

প্রতিনিধি, মুন্সীগঞ্জ

মুন্সীগঞ্জ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর এসএসসি শিক্ষার্থীবৃন্দের পক্ষ থেকে ৩৭ জনের স্বাক্ষর সংবলিত একটি অভিযোগ জেলা প্রশাসক বরাবর দেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে বিগত এক মাস আগে আমাদের বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত ক্লাসের আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু এসএসসি পরীক্ষার্থীদের মধ্যে বেশিরভাগ ছাত্রী অতিরিক্ত ক্লাস করতে অস্বীকৃতি জানায়। অস্বীকৃতি জানালে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকগণ বিভিন্ন হুমকি প্রদান করেছেন বলে অভিযোগে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া অতিরিক্ত ক্লাস না করায় এসএসসি পরীক্ষার্থীদের ব্যবহারিক পরীক্ষার নাম্বার কমিয়ে দেয়ার হুমকি দিয়েছেন তারা। অত্র বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে অনৈতিক কার্যকলাপের অভিযোগ রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। শুরু হয়েছে ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তি কোচিং বাণিজ্য। সব কিছু বন্ধ করার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া দরকার বলে মনে করছেন অভিভাবকবৃন্দ।

সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) মো. মফিজুর রহমান ও সহকারী শিক্ষক (গণিত) ইমাম হোসেনসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকগণ যে সব ছাত্রীরা অতিরিক্ত ক্লাস করেনি তাদের ব্যবহারিক নাম্বার কমিয়ে দেয়ার হুমকি প্রদান করেছেন মর্মে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে। অভিযোগে আরও উল্লেখ করা হয় স্কুলের প্রধান শিক্ষক আক্তার হোসেন শিক্ষার্থীদের কোন কথায় কর্ণপাত না করে তিনিও অন্যান্য শিক্ষকদের ন্যায় হুমকি প্রদান করেছেন বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে। এমনকি শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত ক্লাসের টাকা না দিলে গলা টিপে মেরে ফেলে জেলে জাওয়ারও হুমকি দিয়েছেন। এডমিট কার্ড ও রেজিস্ট্রেশন কার্ডে স্বাক্ষর করতে গেলে আমাদের অত্যন্ত অসম্মানের সঙ্গে বিদ্যালয় থেকে বের করে দেয়া হয়েছে এবং আজে বাজে অশ্লীল কথা বলেছেন বলে শিক্ষার্থীরা জানিয়েছেন।

এ সব অমানবিক আচরণ ও নাম্বার কমিয়ে দেয়ার হুমকি প্রদানকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন শিক্ষার্থীরা। এছাড়া অফিস সহকারী দেলোয়ার হোসেনও তাদের প্রবেশ পত্র না দিয়ে হুমকি দিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষার্থীরা আরও অভিযোগ করে বলেন, তাদের সঙ্গে স্কুলের কয়েকজন শিক্ষক এমন সব বাজে ব্যবহার করেছে যা তাদের পক্ষে প্রকাশ করা খুবই লজ্জাকর বিষয় বলে তাদের পক্ষে কোনভাবেই প্রকাশ করা সম্ভব না। তাদের ব্যবহারিক বিষয়গুলোর নাম্বার না দেয়ার হুমকি দিয়ে আসছে প্রধান শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষক।

এ বিষয়ে অভিযুক্ত সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) মো. মফিজুর রহমান জানান, অভিযোগটি মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। আমরা বিনা টাকায় এ বছর অতিরিক্ত কোচিংয়ে কোন টাকা নেয়া হয়নি।

অপর অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক আক্তার হোসেন জানান, এ ধরনের কোন অভিযোগ আমি পায়নি। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সার্বিক (শিক্ষা ও আইসিটি) শিক্ষার্থীদের লিখিত অভিযোগ পেয়েছি বলে জানান। তিনি আরও জানান, প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে এ বিষয়ে অনেক কথা হয়েছে। এ বিষয়ে ৩ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে তিনি জানান।